ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৯৯৭
আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

৪২তম আগরতলা বইমেলা
ভব্য ভারত এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের কবিতা মঞ্চে আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে 'ভব্য ভারত' এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভবিষ্যৎ-এআই বিষয়ক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। 'ভব্য ভারত' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সত্যদেও পোদ্দার, পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. অশোক সিনহা।

আলোচনার সূচনা করে উপাচার্য ড. সত্যদেও পোদ্দার বলেন, ভব্য ভারত মানে সমৃদ্ধ ভারত। 'ভব্য' শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ অতীত। তিনি বলেন, ভব্য ভারত মানে ভারতের প্রকৃতি, পরম্পরা ও মানুষের মধ্যে সমন্বয় সাধন। যা বৃটিশরাও স্বীকার করে নিয়েছিল। ভব্য ভারতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, গরিমা, জ্ঞান ও পরম্পরা রয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভব্য ভারতের কথা বলেছেন। ভারতকে সবদিক দিয়ে এগিয়ে নেবার কথা বলেছেন। পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, ভারত ভব্য ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। তিনি বলেন, বহি:বিশ্বের জ্ঞানীজন বলেছেন ভারত এক সমৃদ্ধশালী ও শিক্ষিত দেশ। নালন্দা, বিক্রমশীলা, অজন্তা, ইলোরা, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো তার স্বাক্ষর বহণ করে। তাছাড়া আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. অশোক সিনহা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা অতিথিদের হাতে বইমেলার স্মরণিকা ও গোমতীর বিশেষ সংখ্যা তুলে দেন।

এছাড়া 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভবিষ্যৎ- এআই' বিষয়ে আলোচনা করেন এনআইটি আগরতলার সহকারি অধ্যাপক ড. সুমন দেব, সহকারি অধ্যাপক ড. দেবাঞ্জন আচার্য এবং সহকারি অধ্যাপক কুনাল চাকমা। অতিথিগণ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভবিষ্যৎ এর মূল উদ্দেশ্য হলো বুদ্ধি কি ও কেন প্রয়োজন তা বাস্তবায়ণ করা। বিপদজনক দিক বুঝে কৃত্রিম বুদ্ধি কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা নেওয়া। এছাড়া এআই উন্নয়নের ক্ষেত্র হলো পৃথিবীতে কৃত্রিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা, রোগ নির্ণয় করা, খুচরো বাজার নিয়ন্ত্রণ করা, স্মার্ট শহরের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা, স্বয়ংক্রিয় শিক্ষা প্রভৃতি।

******